সংবাদ

002

তারিখ ... ...5.1.85 ...
পৃষ্ঠা... .. ..4..কলাম..1 ... ...

বই ও টিভি

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েদের বইয়ের চেয়ে টেলিভিশনের প্রতি আসক্তি বেশী। জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্রের সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় এ তথ্য প্রকাশ পেয়েছে। শতকরা ৬৬ দশমিক ৬২ জন ক্ষুদে টিভি দর্শকের বেশীর ভাগই নিয়মিত দর্শক। দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীর ওপর আগের এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, শতকরা ৫০ দশমিক ৫৮ ভাগ ছাত্র-ছাত্রীই পাঠ্য-বইয়ের বাইরে আর কোন বই পড়েনি। বইয়ের প্রতি লোকের আগ্রহ আমাদের দেশে এমনিতেই কম। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের বেলায় সেটা কম দেখা গেলে খুব একটা অবাক হবার কথা নয়। কিন্তু এর বদলে তাদের মধ্যে যে প্রবণতাটা বেশী করে দেখা যাচ্ছে তাতে বিস্ময় নয়, বরং রয়েছে উদ্বেগের কারণ। ছোট ছেলেমেয়েদের টিভির প্রতি এমন আসক্তির প্রতিক্রিয়াটা যে কি ভাবে হচ্ছে কিছু কিছু নমুনা থেকে তা বোঝা যায়। টিভির যে জগৎ, বিশেষ করে বিদেশী ছায়াছবিগুলোর যে জগৎ ছেলেমেয়েরা দেখছে, নিজেদের বাস্তব পরিবেশের সাথে রয়েছে তার বিরাট অসঙ্গতি।

ছোট ছেলেমেয়েদের মানসিকতায় এ অসঙ্গতি কত যে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে পরবর্তীতে তা প্রকাশ পায় তাদের আচার-আচরণ, ব্যবহার ও কার্যকলাপে। যে পরিবেশে তারা লেখাপড়া শিখছে, বাস করছে, টিভির বিদেশী ছায়াছবি-গুলোর পরিবেশের সাথে তার পার্থক্য তো কত বড়। সাধারণভাবে এটা যে প্রতিক্রিয়ার জন্ম দিচ্ছে তা মারাত্মক রূপ নিচ্ছে ভায়লেন্স ও রহস্য-রোমাঞ্চকর সিরিজগুলো থেকে। অসঙ্গতির এ দিকটা এক বড় ভাবনার বিষয়। টিভি এক উন্নত মাধ্যম, আধুনিক যুগে এর অবদানকে খাটো করে দেখার কোন কারণ নেই। কিন্তু কিভাবে তাকে ব্যবহার করা হচ্ছে তার ওপরই নির্ভর করছে সবকিছু। ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে টিভি যথেষ্ট অবদান রাখতে পারে। সেক্ষেত্রে ছিটেফোঁটা ব্যবস্থাটা চালু রেখে চোখকে যেন ঠারা হচ্ছে। তার ফলাফল তো সমীক্ষাতেই প্রকাশ পেয়েছে। প্রোগ্রাম বাছাই ও পরিকল্পনা ইত্যাদির ক্ষেত্রে কর্মকর্তাদের নজর এদিকে নেই।

অভিভাবকদের দায়িত্বও এক্ষেত্রে কম নয়। ঘরে ছেলে-বুড়ো সবাই মিলে ঘটা করে টিভির বহু অনুষ্ঠানই উপভোগ করতে দেখা যায়। কিন্তু ক'জন অভিভাবক তাদের ছেলেমেয়েকে বই পড়ায় উৎসাহ দিয়ে থাকেন? সমীক্ষায় পরিষ্কারভাবে উল্লিখিত হয়েছে যে, বাবা-মা বই পড়তে নিষেধ না করলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা ছেলেমেয়েদের বই সংগ্রহ করে দেন না। বই কিনে দেন খুবই কম। তারা নিজেরা তেমন বইপত্র পড়েন না। সমীক্ষার এ তথ্যের পর মন্তব্যের আর কি থাকতে পারে? প্রশ্ন তো অভিভাবকদের নিজের মুখোমুখি এসে দাঁড়ায়। ক'দিন, ক'টা বই তারা নিজেরা হাতে তুলে নিচ্ছেন? অভ্যাসটা সেদিক থেকে বেশী করে গড়ে ওঠা চাই। টিভি যতটা শিক্ষামূলকই হোক না কেন, বইয়ের বিকল্প তার হচ্ছে না। ঘরে বই থাকলে, পত্র-পত্রিকা থাকলে ছেলে-মেয়েরা তা পড়তে আগ্রহী হয়ে ওঠে। স্থানীয়-ভিত্তিক পাঠাগার এ ব্যাপারে বিশেষ অবদান রাখতে পারে। তবে ঘর থেকেই শিক্ষার শুরু, বই পড়ায় উৎসাহটাও সেদিক থেকেই বেশী করে দেয়ার সচেতন প্রচেষ্টার প্রয়োজন রয়েছে।